https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ভারতীয় অর্থনীতির ভাঙ্গন: ঊনবিংশ শতাব্দীর অবশিল্পায়ন

ড. বৈশালী গুহ[1]

ISSN: 3049-0278 (Online) DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

AIJITR- Volume-3, Issue-IV, July-August 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপর্যকে ঐতিহাসিকেরা অবশিল্পায়ন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতে রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা জাতিয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতে অবশিল্পায়ন নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের মতে হস্তশিল্পের বিপর্যয় ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছিল। পরবর্তীকালে রজনী পাম দত্ত, গ্যাডগিল, সারদা রাজু, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ ঐতিহাসিকও একই মত পোষণ করেছিলেন। অবশিল্পায়ন কথাটির সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য লিখেছেন—

শিল্পায়নের লক্ষণ হল কৃষিকার্য থেকে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের অংশের তুলনায় অনুপাতে শিল্পকর্ম থেকে উৎপন্ন অংশ বাড়ে, শিল্পকর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যা কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীত যদি হয় অর্থাৎ যদি দেশের মানুষ শিল্পকর্ম ছেড়ে চাষ আবাদে জীবিকা অর্জন শুরু করে অথবা জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বাড়তে থাকে এবং শিল্পজ অংশ কমতে থাকে তাকে অবশিল্পায়ন (de-industrialization) বলা চলে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করলে অবশিল্পায়ণের জন্য বিবিধ বিষয়ের ভূমিকা দেখা যায়। ঐতিহাসিকদের একটি গোষ্ঠীর মতানুযায়ী ঔপনিবেশিক যুগের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা অবশিল্পায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল তখন তারা এই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ভারতের অর্থনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে প্রচুর অর্থ মুনাফা করে বা লাভ করে ইংলণ্ডে পাঠানো। অপরদিকে মোঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে মারাঠা বর্গিদের হাঙ্গামা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বাংলায় এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই অরাজক অবস্থা বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। কিন্তু হরিরঞ্জন ঘোষাল তাঁর Economic Transition in the Bengal Presidency, 1833-1793 গ্রন্থে এবং সারদা রাজু তাঁর Economic Conditions in Madras Presidency গ্রন্থে সাময়িক বিপর্যয় ও দীর্ঘকালীন অবক্ষয়ের মধ্যে পার্থক্য টেনে দেখাতে চেয়েছেন যে যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সুতিবস্ত্র শিল্পের সাময়িক ক্ষতি করলেও স্থায়ী অবনতি ঘটায় নি। সারদা রাজু দেখিয়েছেন, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত গোলযোগের ফলে ওই অঞ্চলের সমুদ্র-উপকূলবর্তী তাঁতীদের বসতিগুলির বিশেষ ক্ষতি হয়নি। হরিরঞ্জন ঘোষাল তাঁর লেখায় দেখাতে চেয়েছেন যে,

ঢাকায় তাঁতবস্ত্রের ভালো উৎপাদনের হার থেকেই প্রমাণিত হয় যে বাংলায় অষ্টাদশ শতকের শান্তি বিঘ্নকারী ঘটনাগুলি ও মন্বন্তর সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল মাত্র।

ডি. আর. গ্যাডগিল মনে করেন—

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে অবশিল্পায়ন হয়েছিল।

কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে মোঘল দরবারে এবং মোঘল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁতবস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পেলেও তা সাময়িক সমস্যা তৈরী করেছিল, কোন স্থায়ী বিপর্যয় শিল্পের ক্ষেত্রের ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার পর থেকেই বাংলার মানুষের ওপর ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উৎপীড়ন তাঁতিদের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ করলেও অবশিল্পায়নের জন্য এই উৎপীড়ন দায়ী ছিল না। ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হবার আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের কুটির শিল্পজাত পণ্য ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করে মুনাফা অর্জন করত। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৩ সালের সনদের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বণিজ অধিকার লুপ্ত হবার পর এবং তথাকথিত অবাধ বাণিজ্যনীতি গৃহীত হবার পরই ভারতে অবশিল্পায়ন শুরু হয়। এই সময় থেকে ভারতের কুটির শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তার পরিবর্তে ভারত থেকে কেবলমাত্র কাঁচামাল ইংলণ্ডে রপ্তানি হতে শুরু করে। এই সময় থেকে ভারতে ইংলণ্ডের মিলের কাপড়ের আমদানি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব প্রথম সংঘটিত হয় বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে। ম্যাঞ্চেস্টারে উৎপন্ন অতিরিক্ত কাপড়ের এক বৃহত্তম ও নির্ভরযোগ্য বাজার হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক ভারত। বিদেশি কাপড়ের অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করার জন্য অবাধ বাণিজ্যের অজুহাতে আমদানিকৃত নিয়ে মিলের কাপড়ের ওপর শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হল। ১৮১৫ সালের একটি আইনে ইংলণ্ডের শিল্পজাত বস্ত্রের ওপর মাত্র ২১/২ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়। ভারতীয় শিল্পপণ্যের চাহিদা ইংলণ্ডের বাজারে হ্রাস করার জন্য ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের ওপর ইংলণ্ডের চড়াহারের আমদানি শুল্ক বসানো হয়েছিল।

1. ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজকলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.IV.2026.5-7
AIJITR, Volume 3, Issue –IV, July - August, 2026, PP.5-7
Received on 11th July, 2026 & Accepted on 21st July, 2026,
Published: 1st August, 2026.

The statement "Copyright © by Author" (The author retains the copyright to the published article.)

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় তাঁতি ও কারিগরেরা নানা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হবার পর ইংলণ্ডে যখন বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনে জোয়ার আসল তখন সেখানে বস্ত্র তৈরীর প্রধান কাঁচামাল তুলার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় তুলার চাষ ভালভাবে সম্ভব ছিল না। যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হত তা চাহিদার তুলনায় অনেক কম। এই ঘাটতি পুরনের জন্যই ব্রিটিশ ইষ্ট কোম্পানির কাছে ভারতের দ্বার উদ্ঘাটিত হল। ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল ইংলণ্ডে রপ্তানি হতে লাগল। এই রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। তার অবসম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারতের তাঁতি ও কারিগরেরা কাঁচামালের প্রচণ্ড অভাবের সম্মুখীন হয়। ফলে ভারতে বস্ত্রউৎপাদন কাঁচামালের অর্থাৎ তুলার অভাবে ক্রমশ কমতে থাকে। ইংলণ্ডের কারখানায় তৈরী মিলের কাপড়ের চাহিদা বাড়তে থাকে ভারতের বাজারগুলিতে কারণ কারখানায় তৈরী মিলের কাপড়ের মান অনেক উন্নত এবং এ ধরনের কাপড় ভারতীয় তাঁতবস্ত্রের তুলনায় অনেক দামেও কমা। তাই মিলের কাপড় ভারতের বস্ত্রশিল্পের বাজার দখল করে নিতে লাগল। ভারতের শিল্পজাত পণ্যের ইংলণ্ডে রপ্তানি কমে যাওয়ার ফলে এবং ভারতীয় শিল্পপণ্যের ওপর ইংলণ্ডের চড়াহারে আমদানি শুল্ক চাপানোর ফলে ভারতের শিল্পজাত পণ্য তার বিদেশের বাজার হারালো। শুধু ব্রিটেন নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাজারের দরজাও ভারতীয় কারিগরদের কাছে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।

সময়	দেশ	বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ
১৮০১ সাল	আমেরিকা	১৩,৬৩৩ বেল
১৮২৯সাল	আমেরিকা	২৫৮ বেল
১৮০০ সাল	ডেনমার্ক	১৮৫৭ বেল
১৮২০ সাল	ডেনমার্ক	১৫০ বেল
১৭৯৯ সাল	পর্তুগাল	৯৭১৪ বেল
১৮২৫ সাল	পর্তুগাল	১০০০ বেল

আরব ও পারস্যের খাঁড়ি অঞ্চলেও ভারতীয় পণ্য রপ্তানি এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছিল। ১৮৩৮-১৮৩৯ সালে বাংলা থেকে রপ্তানিকৃত বস্ত্রের মূল্য ছিল মাত্র ৫লক্ষ টাকার থেকে সামান্য বেশি।

ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত এই ভাঙ্গন ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা হ্রাসের জন্য হয়নি। ইংরেজ শাসক তার রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতকে ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্যের একচেটিয়া ও বৃহত্তম বাজারে পরিণত করতে চেয়েছিল। তাই রমেশ চন্দ্র দত্ত ও রানাডে থেকে শুরু করে রজনী পাম দত্ত, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, অমিয় বাগচী প্রমুখ ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদেরা সকলেই বলেছেন ঊনবিংশ শতকে ভারতে কুটীরশিল্পের ধ্বংসসাধন বা অবশিল্পায়নের যে ধরাবাহিকতা দেখা যায় তা সম্ভব হয়েছিল ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবে বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে জলোচ্ছাসের মত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে। এই বাড়তি উৎপাদনকে বিক্রি করার জন্য একটি বড় বাজার দরকার ছিল। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার রাজনৈতিক ক্ষমতার জোড়ে ভারতকে শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত পণ্যের বাজারে পরিণত করেছিল। যা ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস ডেকে আনে। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন,

"The invention of Power-loom in Europe completed the decline of the Indian Industries."

১৮১৩ সালে অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু হবার পর ভারতীয় শিল্পপণ্যের রপ্তানি কমিয়ে এবং ব্রিটিশ শিল্পপণ্যের আমদানি বাড়িয়ে ভারতীয় শিল্পকে ইংরেজরা ধ্বংস করেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত সুতিবস্ত্র শিল্পের অবলুপ্তিকে ভারতীয় ইতিহাসের সবথেকে দুঃখজনক অধ্যায় বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের ফলে বহু শিল্পী ও কারিগর বেকার হয়ে পড়েন। কর্মচ্যুত এইসব তাঁতীদের সামনে সবথেকে বড় সমস্যা হল বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাব। অধিকাংশ কারিগরেরা তাদের ঐতিহ্যগত পেশা হারিয়ে কৃষিকাজে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু এরফলে কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। কারণ কৃষিজমির পরিমাণ ছিল সীমিত। অতিরিক্ত কর্মহীন কারিগরদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত কৃষিজমির যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাংলার অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বাড়তে থাকে। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, ভারতীয় জনসংখ্যার ৮০শতাংশ এবং গণেশ বাসুদেব যোশীর মতে, ৮৬ শতাংশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। যেসব তাঁতশিল্পী কৃষি জমিতে ফিরতে পারেননি তাদের মধ্যে অনেকে খেতমজুর বা কুলির কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের বহু তাঁতী কর্মসংস্থানের খোঁজে সিংহল, বর্মা ও মরিশাসে দেহত্যাগ করে চলে যায়। যে দুর্ভাগা কারিগর ও শিল্পীরা কৃষি বা অন্য কোন জীবিকায় অংশ নিতে পারল না তাদের মধ্যে একটা কঠিন জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হয়, কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুর কালো ছায়া হতভাগ্য কারিগরদের জীবনকে গ্রাস করে নিয়েছিল।

সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অবশিল্পায়ন নিয়ে এক কৌতুহল উদ্দীপক বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় ষাটের দশকে। বিতর্কের মূল বিষয় হল যে, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাবে ঊনিশ শতকের ভারতে অবশিল্পায়ন আদৌ ঘটেছিল কি না? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আরও নানা প্রশ্ন উঠে এসেছে। মার্কিন গবেষক মরিস ডি মরিস (Morris. D. Morris) মনে করে— 'অবশিল্পায়ন' বিষয়টি একটি কল্পকাহিনী (Myth) মাত্র। ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা বিষয়টির ওপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করছেন। ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কখনোই কোন অবশিল্পায়ন হয়নি। মরিসের বক্তব্য হল যে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা শিল্পদ্রব্যের আমদানিবৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন ভেবেছেন। কিন্তু যদি জনসংখ্যা এবং জাতীয় আয় বাড়ে তবে দেশীয় শিল্পের উৎপাদনে কোন সমস্যা হবে না এবং সেক্ষেত্রে আমদানিও বৃদ্ধি পেতে পারে। শিল্পদ্রব্যের আমদানির ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলেও অন্যদিক থেকে আবার দেশীয় শিল্পের সুবিধা হতে পারে। যেমন ঊনবিংশ শতকে ভারত থেকে তুলা ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতে থাকে এবং ইংলণ্ড থেকে সেই তুলায় তৈরী সুতা ভারতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতে থাকে। এরফলে ভারতে যেসব কারিগর তুলা থেকে সুতা তৈরী করত তারা বেকার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইংলণ্ড থেকে যে সুতা আসত তার দাম সস্তা হওয়ায় ভারতীয় বস্ত্র শিল্পীরা অল্প খরচায় বস্ত্র বানাতে এবং বিক্রি করতে পারত। তারা ইংলণ্ডের বিলিতি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারত। মরিস দেখাতে চেয়েছেন যে, কিছু কিছু কুটীর শিল্পজাত পণ্যের নিজস্ব বাজার ছিল ভারতে। যেমন পাটের শাড়ি পূজার কাজে ব্যবহৃত হত বলে এর একটি ধর্মীয় চাহিদা ছিল দেশীয় বাজারে, এক্ষেত্রে কোন বিদেশী প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই মরিস এইসব যুক্তি দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করে বলেছেন যে— উনিশ শতকের ভারতে অবশিল্পায়ন হয়নি বরং আর্থিক উন্নতিই ঘটেছিল উনবিংশ শতকের ভারতীয় অর্থনীতিতে। তাই মরিসের মতে শিল্প বিপ্লব ভারতীয় অর্থনীতির ওপর কোন প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু একাধিক ঐতিহাসিকও অর্থনীতিবিদ মরিসের বক্তব্যের তীব্র বিরোধীতা করেছেন।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – IV | July- August 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অর্থনীতিবিদ্ অমিয় বাগচী পরিসংখ্যানগত তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে ১৮০৯- ১৩ সালের মধ্যে গাঙ্গেয় বিহারে কুটীরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল কারিগরদের সংখ্যা কী মারাত্মক হারে হ্রাস পেয়েছিল।

রেলপথের বিস্তার, রাস্তা তৈরী এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল। এই বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত থেকে কাঁচামাল রপ্তানি এবং ব্রিটেন থেকে তৈরী শিল্পপণ্য আমদানি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের অবশিল্পায়নের সূচনা হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অবশিল্পায়ণের প্রথম পর্যায়ে হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের এক ব্যাপক অবক্ষয় হয়েছিল এবং তাদের ক্রমশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছিল।

অবশিল্পায়ন ভারতীয় অর্থনীতির ওপর যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত ও রানাডের মতো ঐতিহাসিকেরা বিশদ আলোচনা করলেও ডানিয়েল থর্নার (Daniel Thorner) বলেছেন, উনিশ শতকের গোড়ায় অবশিল্পায়ন হয়েছিল কিন্তু তারপর ভারতের কলকারখানা গড়ে উঠেছিল। তাই উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে ভারতে অবশিল্পায়নের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা এই মতের পুরোপুরি বিরোধিতা করেছেন।

মার্ক্সীয় চিন্তাধারাতেও অবশিল্পায়নের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় মার্ক্সের লেখকদের রচনায় অবশিল্পায়ন বা Deindustrialsation বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে।

ঐতিহাসিকদের আলোচনার ভিত্তিতে একথা সুষ্টই প্রমাণিত হয় যে উনিশ শতকের ভারত ইতিহাসে অবশিল্পায়ন ছিল একটি বাস্তব সত্য এবং ঔপনিবেশিক শাসন এই অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির ভাঙ্গনের সূচনা করেছিল। ভারতে প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপী ইংরেজ শাসন কখনো একভাবে চলেনি। ইংলণ্ডের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও তাদের শাসনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্যের ধারার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার জন্মলগ্ন থেকেই ভারতসহ সমগ্র প্রাচ্যে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার দাঁড় করে। অন্য কোন ইউরোপীয় বা ভারতীয় বণিকরা যাতে তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে না পারে সেবিষয়ে তারা সতর্ক ছিল। এই কারণে তাদের প্রায়নাই স্থানীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগের জন্য তারা ইংলণ্ড থেকে যেমন বুলিয়ান আনত তেমনি ভারত থেকেও তারা নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ও দক্ষিণ ভারতে। বিপানচন্দ্রের মতে, ১৭৬৫ থেকে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা থেকে সব খরচ বাদ দিয়ে কোম্পানী তার রাজস্বের ৩৩শতাংশ পণ্যের আকারে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিল। এর অতিরিক্ত ছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের বেআইনিভাবে অর্জিত অর্থ। একথা অনস্বীকার্য যে ভারত থেকে পাঠানো অর্থসম্পদ ইংলণ্ডে ধনতন্ত্রের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

দেওয়ানী পরবর্তী পর্যায়ে কোম্পানী তার রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। ভারতীয় তাঁতী ও অন্যান্য কারিগররা নামমাত্র মূল্যে তাদের পণ্য কোম্পানীকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কোম্পানী শাসনের এইপর্বে শাসনযন্ত্রকে শুধু বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহের কাজেই ব্যবহার করা হত। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার হ্রাস পায়। অন্যান্য ব্রিটিশ কোম্পানী ভারতে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে। তাদের প্রয়োজন ছিল শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ, শিল্পোৎপাদিত পণ্যের বিশাল বাজার। ব্রিটিশ শ্রমিকদের জন্য খাদ্যসামগ্রীর জোগাড় এই সবক্ষেত্রেই ভারত ছিল উপযুক্ত স্থান। এই সময় ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্যের দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ বণিক ও শিল্পপতি শ্রেণী অ্যাডাম স্মিথের অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ আইনে চা ছাড়া ভারতে অন্যান্য ব্যবসার ওপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান হয়।

ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত হবার ফলে বন্দর ও বাজারগুলি পণ্যের জন্য উন্মুক্ত হয়। এই পণ্য বিনাশুল্কে বা নামমাত্রশুল্কে ভারতের সর্বত্র অর্থাৎ ছোট ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে যায়। ইংলণ্ডের শিল্পের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও তারা এইসব অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে ইউরোপীয়দের ভারতে জমি ক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয়। এরপরেই নীলকর সাহেবরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জমি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আসাম ও দার্জিলিং-এর চা বাগানে ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ হয়। বাংলার খনি শিল্পে ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করতে শুরু করে। পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরীর জন্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক গঠন করা হয়। চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয়। অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতীয় বাজার যন্ত্রে উৎপাদিত ব্রিটিশ পণ্যে ছেয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অর্থনীতি ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে এসে চরম ভাঙ্গনের মুখোমুখি হয়। অবাধ বাণিজ্য নীতি ও শিল্পবিপ্লব ভারতীয় কারিগর ও শিল্পীদের সম্পূর্ণ কর্মহীন করে তোলে। অবশিল্পায়ন ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেয়।

Reference:

1) Bagchi Amiya Kuamr: 1976 De-industrialization in Gangetic Bihar, 1901-1809. ed. Barun De. New Delhi: People's Publishing House.
2) Chandra Bipan. 1968. Reinterpretation of Nineteenth Century Indian Economic History. Indian Economic and Social History Review 5, New Delhi.
3) Dutt, R.C. 1960. The Economic History of India Vol-I, New Delhi, Publication Division.
4) Dutt, R.C. 1960. The Economic History of India Vol-II, New Delhi: Publications Division.
5) Guha, Summit, 1989. The Handloom Industry of Central India: 1950-1825.
6) Morris, D. Morris 1968. Towards a Reinterpretation of Ninetieth Century Indian Economic History. New Delhi.
7) Roy. Tirthankar: ed. 1996 Cloth and Commerce: Textiles in Colonial India. New Delhi. Sage Publication.
8) Roy, Tirthankar: 2000. The Economic History of India, 1947-1857
9) Thorner, Daniel and Allce Thorner: 1962. 'De-Industrialization' in India. 1931-1881 in Land and Labour in India, Bombay: Asia Publishing House.
10) Sinha. N.K. 1956, The Economic History of Bengali Vol-I, Cabridge University Press,
11) Sinha. N.K. 1956, The Economic History of Bengali Vol-II, Cabridge University Press,

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431